চিত্র ও চরিত্র

শ্রীপ্রমথনাথ রায়চৌধুরী

মূল্য ।৷৹ আট আনা ।

৬ নং সিমলা ষ্ট্রীট প্যারাগণ প্রেসে
শ্রীবিষ্ণুপদ হাজরা কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

২০১ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট
বেঙ্গল মেডিকাল লাইব্রেরী হইতে
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত ।

উৎসর্গ পত্র

প্রাণের **বিভা**, সোণার **শচী**, প্রাণাধিক **অজয়**,

তোদের হাতে চিত্র ও চরিত্র তুলে দিলাম। কেন দিলাম, তা যখন বুঝবি, তখন যদি আমি এখানে না থাকি, দুঃখ নাই, যেখানেই থাকি, আমার উদ্দেশ্য সার্থক হ'তে দেখলে কৃতার্থ হব।

ভাই-বোনে তোদের এম্‌নি টান, যেন এক-প্রাণ আমার চোখেও তিন এক; আর তা ছাড়া কেমন অসম্পূর্ণ। পিতার একটী দান যা তিনটীতে পেলি—সমান ভাগে পেলি; তা ভাগ করে নয়—একত্রে চিরদিন ভোগ করিস্।

আশীর্ব্বাদক

তোদের **বাবা**

সূচী।

দেশের মোড়ল ও দশের মাথা

সমাজের থাম, দাঁড়িয়ে থাক
উঁচু মাথায় দেশের বুকে,
লম্ব-কোঁচা, আমরা ওঁছা
পায়ের চাপে মরি সুখে।

তোমরা লড়্ছো, মোদের গড়্ছো,
বুকে ব্যামো, মুখে 'ওঝা !
আমরা মজুর, তোমরা হুজুর
বুঝিয়ে দিচ্ছ কাজে সোজা।

তোমরা সাধু !—ও বা যাদু !—
উঠ্ছে হঠাৎ চৌমহলা,
আমরা হাভাত !—ঠক তাই নেহাৎ !—
হোক্ না কুঁড়ে পচা-গলা।

আমরা কুলী, শূন্য-ঝুলি,
কেন না, ক্ষুদ হ'লেই কুলোয়,
কালিয়ার সাথ তোমার ঘি-ভাত !
নৈলে সৃষ্টি যাবে চুলোয়।

আঃ কি দরদ! পর্‌ছো গরদ,
ময়লা পাছে আমরা করি,
খাচ্ছ লুটে,—আমরা মুটে
পাছে চাঁদির চাপায় পড়ি।

শাল-দোশালা গায়ের ঘামে
গন্ধ ছাড়্‌বে,—তাই ত আহা,
মোদের পন্থা ছিন্ন কন্থা,
কি ব্যবস্থা, বাহা বাহা!

আমরা খাটি, ক্ষীরের বাটী
তোমাদেরই মানায় পাতে,
গদাই-ভুঁড়ি, চাপ্‌বে জুড়ী,
গুঁড় কর্‌ছি পাঁজর তাতে!

আঁচড়টী গায় লাগ্‌বে না গো,
দশের মোড়ল, দেশের মাথা,
দীর্ঘ-প্রস্থ দুখীর দোস্ত,
পেষো ঘুরিয়ে ননীর জাঁতা!

মিছিল করে’ মশাল ধরে’
তোমাদের রথ হচ্ছে টান,

গাধা-ঘোড়াও নই যে মোরা,
আমরা ছুঁ'লে টুট্‌বে মান!

বেঁচে থাক্‌তেই দেখে যাবি,
পাষাণ, তোদের পাথর-মূর্ত্তি.
জোঁকের মত ফাঁপ্‌ না রে ভাই,
দুখীর রক্তে ও যে ফূর্ত্তি!

পোলাও-পুলি ও পুলিপোলাও

খাও ধনী, খাও, খুব খাও
পোলাও-পুলি পরম-অন্ন,
আমি চল্লেম পুলিপোলাও,
তোমার কি দায় আমার জন্য ?

মান রাখ্‌তে চাকরী গেল,
পড়্‌ল 'সাবাস্‌ সাবাস্‌' ডাক,
মাসিক পত্রে ছবি ছাপায়,
দৈনিক পিটায় জয়ঢাক !

আমার বাড়ী অন্নসত্র,
জোটে না আজ আমার ভাত,
ধন্য দিয়ে ভুলায় দেশ,
অন্নের বেলায় গুটায় হাত !

অচিকিৎসায় ম'ল মেয়ে,
স্ত্রীকে কল্লাম অন্তর্জলী,
খোকা ধুক্‌ছে জ্বরে পড়ে',
ঝি পালাল দেউলে বলি'।

বন্ধুরা সব মুখ ফিরা'ল
চাইতে গেলাম যখন কড়ি,
মহাজনের সিংদরজায়
হত্যে দিলাম ধূলায় পড়ি' !

মাথা-খোঁড়া কান্নার চোটে
বাবু এলেন হাতে কোড়া,
মদের নেশায় ধনের উষ্মায়
ভাব্‌লেন আমায় গাধা-ঘোড়া !

সপাং সপাং চল্‌ল চাবুক,
পিঠের চামড়া উঠে আসে,
মোসাহেবদের ভারি আমোদ
দেখিয়ে দেখিয়ে আমায় হাসে !

ঘেয়ো বাঘের মত তেড়ে
গর্জ্জে উঠ্‌লাম হঠাৎ কখন,
বাবুর নাকে মারল্‌াম মুষ্টি,
হলেন ঠাণ্ডা জন্মের মতন !

খাও ধনী, খাও কালিয়া কাবাব,
উড়াও মজা 'ফ্যানের' তলায়,
চল্‌ল একটা হতভাগা
ফাঁসির রশি পর্‌তে গলায় !

অনাথ-পরিবার

যদি সিংহবাহিনী মা,
এলি একটি বছর পরে,
অভাগী আজ ভাঙ্গা কুলোয়
সাজিয়ে ডালা বরণ করে !

কুপুষ্যি তিন মেয়ে রেখে
নিরুদ্দেশ হঠাৎ স্বামী,
পোড়ামুখী বলে লোকে,
বিধবা-সধবা আমি !

মেয়ে তিনটি দেখে' লোকে
ভাবে, এ কি বানর-ছানা !
দশ হাতে তুই খাচ্ছিস্ লুটে,
দুখীরই মাপাস্ নি দানা !

এখানে মন লাগ্‌বে কি তোর,
দেখ্‌ছিস্ না এ ভাঙ্গা কুঁড়ে ?
ঘটার পূজা খাও গিয়ে মা,
লক্ষপতির যক্ষপুরে !

কি দেখ্‌তে আর আস্‌বে হেথা ?
শুন্‌বে শুধু ক্ষুধার রোদন,
উৎসবের সাজ হবে মলিন,
বৃথা যাবে ধনীর বোধন !

ঢাকের বাজনায় নৃত্য করে'
বাছারা যায় দেখ্‌তে পূজা,
ফেরে গলাধাক্কা খেয়ে,
মহিমা তোর, দশভুজা !

আচ্ছা বিচার ! আমার গৃহ
শ্মশান সম আঁধার নীরব,
পাশের বাড়ী হাসির তুফান,
মহাঘটায় দুর্গোৎসব ।

সন্তান-খাগী সাজিস্‌ যদি,
বিশ্বমাতা সর্ব্বনাশী,
তবেই তোরে ক্ষমা করি,
তবেই তোরে ভালবাসি !

তিন্‌ তিন্‌টে নরবলি—
মন ওঠে না, এলোকেশী !
একচোখো মা, ক্রোরপতির
ছাগের মূল্য এতই বেশী ?

সাতপুরুষে মুনিব।

ও ধনী, আজ সমাজ তোমায়
দেয় যে ডেকে বড় পীঁড়ি,
আমাদেরই বুকের পাঁজর
গড়ে নি তার ওঠার সীঁড়ি ?

দেনার কড়ি ভূতে যোগায়,
সে মানে না সুকাল অকাল,
উগুলের ঘর শাদা, হুজুর,
ওটা বড়মান্‌ষী কপাল !

আমাদের কি, বারো মুনিব—
পাইক, কার্‌কুন, মোসাহেব,
তাদের জেব্‌ না ভরে যদি,
বেরোয় মোদের যত আয়েব্‌ !

তুমি কর সহরে বাস,
আসে টাকা, ফূর্ত্তি কেনো,
রোগে তাপে পল্লী উজাড়,
সেটা ভাড়ার বাসা যেন !

মার', ধর', জুলুম কর,
সাতপুরুষে মুনিব তবু,
চাঁদা-মাথট্ যখন যা চাও,
দিতে হয় নি কসুর, প্রভু !

বার ভূতের যোগান দিই নি,
তাদের চক্রে পড়্লাম গিয়ে,
বিদ্রোহী নাম রট্‌ল আমার,
হুলস্থূল আমায় নিয়ে !

কালে-ভদ্রে তোমার দেখা,
ভুলে যাচ্ছ চেনা লোক,
মড়া-কান্না কাঁদ্‌লাম পড়ে',
মাছের মা'র কি পুত্রশোক ?

দাওয়ানজি কি বল্‌লেন কাণে,
পা ছাড়িয়ে হাঁক্‌লে—'তফাৎ !
হাভাতে !—তার বদিয়াতী,
দেশে পাত্‌তে হবে না পাত !

ভিটেয় ঘুঘু চড়াব তোর,
আমি গোখ্‌রো সাপের বাচ্চা।'

মোসাহেব পোঁ ধর্‌লেন স্বরে—
'মজাটী চাঁদ, দেখ্‌বে আচ্ছা !'

জেলে দিলে, জোত-জমি সব
কিনে নিলে করে' নীলাম,
খালি বাড়ী,—ইজ্জত নিল
তোমার লেঠেল নিধিরাম।

সসত্ত্বা মোর ঘরের নারী,
বা'র করলে তার পেটের ছেলে,
লাথি খেয়ে মরে সতী,
তখন আমি পচ্‌ছি জেলে।

বেঁচে থাক, সুখে থাক,
সাতপুর্‌ষে মুনিব আমার,
যাচ্ছি আমি খাস্‌-দরবারে,
সেথায় যদি থাকে বিচার !

দায়ী কে?

আমি একটি দাগী জোচ্চোর,
একের নম্বর ফেরেব্‌বাজ,
এ জন্য কে দায়ী জান?—
তোমার সমাজ-মহারাজ!

পরের দুঃখে ঝর্‌লে আঁখি,
লোকে বল্‌ত—'কাব্যি-রোগ,'
পরের বেগার খেটে সুখী,—
ঠাট্টা চল্‌ত—'কর্ম্ম-ভোগ!'

অচিকিৎসায় পড়শী মরে,
বাবুদের গোঁফ তেমনই চোখা,
তাসের আড্ডায় আমার শ্রাদ্ধ,—
'হতভাগা, হদ্দ বোকা!'

কার বিপদ, কার অভাব, ক্লেশ,
খুঁজে খুঁজে আমি সারা,
বল্‌ত সবাই—'এ সব রেখে
পয়সা আন্‌ না লক্ষীছাড়া!'

মধুর খোঁজ যে পায়, সে কি
গণে মধুকরের হুল,
তখন ত জানি না আমার
মূলেই হয়েছিল ভুল !

বিনা সুদে থতে দাদন,—
ছি ছি হব কুসীদজীবী ?
ভাব্তাম, সমাজ কর্ছি উঁচু,
জানি না, এ উইয়ের ঢিবি !

ফুরিয়ে গেল পুঁজিপাটা,
বন্লাম সত্যি হতভাগা,
ভালমান্ষীতে পেট ভরে না,
চায় দুনিয়া চাঁদির চাকা !

খসে' পড়্ছে চালের ছোন্,
পাওনা চাইলে গালি খাই,
যাদের জামিন হ'য়ে ঋণী,
বলে—'পাগলা গারদ নাই ?'

ভাব্লাম, গলায় ফাঁসী দিয়ে
সংসারের চোখ ভরাই জলে,

নরক, নরক, আস্ত নরক !
সমাজ নামে ঠকিয়ে চলে।

বুঝ্‌লাম—যারা নিরেট পাষাণ,
জীবন-যুদ্ধে তারাই টেঁকে,
ননীর পুতুল পড়েন গলে'
শিখ্‌লেম্ সেটা ঠকে' ঠেকে!

শিশুর মত ধব্‌ধবে মন,
কোথাও একটু ছিল না দাগ,
লোকের কাছে দাগা পেয়ে
দুনিয়ার ওপর হ'ল রাগ!

দাগার শোধ দাগাবাজী,
এ যুগের এই নীতি খাঁটি,
পাওনাদারদের ফাঁকি দিয়ে
দিলাম চম্পট পরিপাটী!

মুছ্‌ছ আঁখি!—দ্বিপদ তুমি,
আস নি বন পাহাড় থেকে,
তফাৎ, তফাৎ, ঠকি না আর,
ঠকামোতে গেছি পেকে!

রুটী-সমস্যা

ধনী, গরীব দাঁড়ায় কোথা ?
দুধের হাটে তফাৎ তারা,
ক্ষুদেও যদি ভাগ বসাবে,
গরীব যায় যে মাঠে মারা !

দেউলেরই থাইয়ে বাড়ে,
মা-ষষ্ঠী দেন একটী পাল,
এত মুখের গ্রাস যোগা'তে,
মাটীর বুক আজ রক্তে লাল !

আগের খরচায় চলে না আর,
আয়ের পথে হাজার বাধা,
একই জমি তিনবার চষে'
ফসল কিন্তু ফল্‌ছে আধা।

নূতন জমি গজায় না ত,
আস্ত ভেঙ্গে টুক্‌রো করা,
তবে ম্যালেরিয়ার কৃপায়
উদর সবার আছে ভরা !

খয়রাতী সব ডাক্তারখানায়
ডাক্তার বাবু দয়াল ভারী,
তেল-কুচকুচে দেহটি যাঁর,
আদত অসুখ কেবল তাঁরই!

'ফিরি-ইস্কুল', মাষ্টার বাবু,
ঘুমের চোখে দেবেন খোঁটা,—
'বিনি পয়সায় কি চাও হে আর?
বিদ্যে অমনি গাছের গোটা!'

'ডসনের বুট'—ছেলের আঁখুট,
চৌবে বলেন, 'লেড়কা আচ্ছা,'
আটগুণ সুদে টাকা সাধেন,
কথায় কাজে বেজায় সাঁচ্চা!

গোচারণ মাঠ—তাও আজ আবাদ,
গরুর রুটী মানুষে মারে,
অতিথ্ দেখ্‌লে করি তাড়া,
সমাজ গেছে ছারেখারে!

লিখ্‌লে পড়্‌লে তোমরা চটো—
জাত ব্যবসা ছাড়্‌ছে ব্যাটা!—

যুক্তি শুন্‌লে চটে' লাল—
হাভাতেরা হচ্ছে জ্যাঠা!

'ধন্যি চাষা' কাজের বেলা,
মনে ঘৃণা 'ইতর' বলে',
সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে,
আর কত কাল ভবী ভোলে?

বিচার।

দুই দুইবার জেলের ফের্‌তা
কাজলগাঁর কাদের্‌ জোলা,
তিনটি উপোস দিয়ে শেষটা
মার্‌লে মদন মুদীর গোলা।

পুলিশ দুজন নিচ্ছে ধরে',
হেসে সে বেশ নাড়্‌ছে দাড়ী,
যাচ্ছেন যেন নূতন জামাই
জুড়ী চেপে শ্বশুরবাড়ী।

হাজতে আধমরা কাদের্‌
আদালতে এল যবে,
'জেলের হুকুম হোক্‌ না হুজুর'
জেদ্‌ কচ্ছে সে,—অবাক্‌ সবে!

লোকটা দাগী অপরাধী
দায়রার জজ জানেন বেশ,
কিন্তু তাহার চোখে মুখে
নাই কলুষের চিহ্ন লেশ!

দেখ্‌ছেন হাকিম অপরাধীর
ডাগর চোখ, উজল ভাল,
নাই সেথা ছাপ 'অপরাধী'
বল্‌লেন, রায়টা দেবো কাল।

হাকিম পরদিন ডেকে তারে
বল্‌লেন কণ্ঠে স্নেহ ভরে',
'এ প্রবৃত্তি কেন তোমার,
বল্‌বে কাদের্ সত্য করে' ?'

কাদের বল্লে—ব্যবসা আমার
মাটী হ'ল পড়ে' বিলেত,
মহাজন শেষ কর্‌লে নীলাম
ছাগল-গরু জমি-জিরেত।

মনে আছে সে সব কথা—
প্রথম যখন কুপথ ধরি,
ঘরে মড়া, ঘুর্‌লাম ঘর ঘর,
জুট্‌ল না মা'র গোরের কড়ি!

মর্‌লাম কেঁদে, এক ফোঁটা জল
কেউ ফেল্‌লে না আমার তরে,

কেউ বলে 'যা, চরগে মাঠে',
কেউ বলে 'সিঁদ দে না ঘরে!'

সিঁদ?—ছি ছি! সাম্‌না সাম্‌নি
লোকের মাথায় দেবো বাড়ি!
সমাজ আমায় দিল দাগা,
তার সাথে আজ জন্মের আড়ি!

এ গাঁয় সে গাঁয় দিন দুপুরে
কর্‌তে লাগলাম রাহাজানি,
ধরা প'লাম, জেলে গেলাম,
পেকে উঠ্‌লাম ঘুরিয়ে ঘানি।

কয়েদ থেকে ছুটি পেয়ে
গেলাম মায়ের গোরের কাছে,
বল্লাম 'ছেলের মাটি পাও নি—
এর শোধ মা, বাকি আছে।'

বাস্তু উজাড়, গেরস্তি সাফ্‌,
পাই না দেশে কোথাও সুখ,
জেলই আমার আরাম খানা,
ঘানিই আমার স্বর্গ-সুখ!

হাকিম শুনে' অনেকক্ষণ
হাত বুলাতে লাগ্‌লেন টাকে,
বল্‌লেন 'কাদের্, বল তোমার
চাকরির ইচ্ছা যদি থাকে।'

কেঁদে ফেল্লে কাদের্, বল্লে—
'দাগীর চাকরী কোথায় জুটে!'
হাকিম বল্‌লেন 'আমার ঘরে।'
কাদের পড়্‌ল পায়ে লুটে'।

ঘরে আগুন

হো হো, হো হো, চল প্রিয়ে,
ঘরে আগুন দিয়ে পালাই,
সে আগুনে পুড়্‌বে দেশ,
ফূর্ত্তি করে' দেখ্‌বো ভাই !

বাস্তুভিটে বাঁধা দিয়ে
কসাইর ছেলে কল্লে জামাই,
খালাস্‌, খালাস্‌, এবার খালাস্‌,
মেয়ে হ'য়ে গেছে জবাই !

ওগো শোন, শাঁখ বাজাও ত,
জ্বল্‌ছে চিতা ধূ ধূ ওই,
প্রাণ ভরে' আজ উলু দাও না,
কাঁদ্‌ছ কেন, স্নেহময়ী ?

কোথায় স্নেহ ?   গেছে উড়ে
ওই শ্মশানের ধোঁয়া হ'য়ে,
জানোয়ারের দলে চল,
পালাই কাচ্চা-বাচ্চা ল'য়ে !

সমাজ-নাড়ীর রসটী পিয়ে
ফুল্‌ছেন,—হোম্‌ড়া-চোম্‌ড়া ওঁরা !
বল্‌ছেন, 'আমরাই দেশের মাথা,
চুলোয় যা না, দুঃখী তোরা !'

ম্যালেরিয়ায় স্বাস্থ্য গেছে,
মাথা বিক্রী ঋণের দায়ে,
একটি 'তত্ত্ব' হয় নি বলে'
মাথা খুঁড়্‌লাম বেয়াইর পায়ে !

পণে গেছে যথাসর্ব্ব,
'তত্ত্বে' রক্ত উঠ্‌ল মুখে,
তবু মেয়ে চিতায় পোড়ে,
বাজ পড়ে না দেশের বুকে ?

হো হো, হো হো, চল প্রিয়ে,
ঘরে আগুন দিয়ে পালাই,
সে আগুনে পুড়্‌বে দেশ,
ফূর্ত্তি করে' দেখ্‌ব তা'ই !

হার্-জিৎ

বখ্‌রিদের দিন গরু জবাই,
হিন্দু বল্‌ছে 'খবরদার !'
মুসলমান বল্‌ছে, 'হিন্দু,
কোরবাণী এ,—হুঁসিয়ার !'

এমন সময় মোল্লা একটি
তপ্‌সা হাতে এলেন তথা,
বল্‌লেন, 'যারা মুসলমান,
শুন্‌বে তারা আমার কথা !

কোরাণ যাদের অস্থিমজ্জা
ইমান্ যাদের ধর্ম্মের জান্,
ইস্‌লামের ভাব বুঝ্‌বে তারা,
বুঝ্‌বে ভা'য়ের দরদ-টান !

হোক্ হিন্দুদের আচার যুদা,
দু'দলের এক জন্ম-মাটি,
একটি ক্ষেতের ফসল কেটে
সমাজ বাঁধ্‌ল দুইটি আঁটি।'

কোরবাণীর দল সর্‌ছে দেখে'
উঠ্‌লো হিন্দুর জয়গান,
অন্তরীক্ষে লিখ্‌লেন একজন—
'লড়াই জিত্‌লো মুসলমান!'

দামোদরের বন্যা

জীবনে ভাই ভুল্‌ব না সেই দামোদরের বন্যা,
ভর্‌লাম কেটে পাঁজর, জল-যক্ষিনীর উদর,
তিন্‌ তিন্‌টে তাজা ছেলে, পরীর বাড়া কন্যা !

স্ত্রীটি তখন টাট্‌কা শোকে পড়ে' মৃতভুল্য,
আমার আসে পালাজ্বর, ভেসে গেছে কুঁড়ে ঘর,
সেই দিন প্রথম বুঝ্‌লেম রে ভাই, গাছের তলার মূল্য !

শেয়াল-কুকুর আসে ছুটে মড়ার পচা গন্ধে,
তারাও পালায় আমায় দেখে', বানও পথে গেছে ঠেকে',
কাণে তালা, মড়ার গন্ধ ঢুক্‌ছে নাসারন্ধ্রে !

একটি হপ্তা পেটে যায় নি একটি দানা অন্ন,
শীতে লাগ্‌ছে দন্তে দন্ত, আমরা এমনই ভাগ্যবন্ত,—
সূর্য্যদেবের দিনের মশাল বন্ধ মোদের জন্য !

গোঁ গোঁ করে' ধুক্‌ছে জ্বরে পাশেই গৃহলক্ষ্মী,
বল্‌লাম,—মর্‌ না সর্ব্বনাশী, শূন্যে ও কি বিকট হাসি !
মনের বিকার ঠেনা, ভেঙ্গাল নিশাচর সব পক্ষী !

হঠাৎ একদল এল, যেন মুক্তিফৌজের সৈন্য !
কোথাকার এ চাঁদের দল ? কাঁপ্‌ছে ঠোঁট, চোখ ছল্ ছল,
বল্‌লাম—তোমরাই 'কলির দেবতা, ধন্য, বঙ্গ ধন্য !'

বল্‌লে তারা, 'একটু মুখে দিন্, এনেছি খাদ্য ।'
বল্‌লাম—'খেয়ে তিনটি মাণিক, বেঁচে আছি, এই ত অধিক ।
স্ত্রী-হত্যা হয়, বাঁচাও ওকে, থাকে যদি সাধ্য !'

মা বলে' সব উঠ্‌ল ডেকে হ'য়ে শশব্যস্ত,
শবের গায়ে দিল কাঁটা !—বল্‌লাম, 'ওঁয়ার সেবা খাটা
ভগবান আজ জলের হাতে কর্‌লেন বুঝি ন্যস্ত !

মরণ ত হ'ল না খুইয়ে পুত্র, স্ত্রী ও কন্যা,
অনেক দিন গেছে কেটে, হা হা ওঠে কল্‌জে ফেটে,
জীবনে ভাই ভুল্‌ব না সেই দামোদরের বন্যা !

বিদুরের ক্ষুদ

কলুটোলার রাস্তা দিয়ে একদা এক অপরাহ্নে
আস্‌তেছিলাম যবে একা বাড়ী,
একটী জায়গায় রাস্তাজোড়া গাড়ী-ঘোড়ার ভিড়ে
আট্‌কে রইল খানিক আমার গাড়ী।

ছিন্ন ক্লিন্ন বস্ত্র-পরা ভিখারী এক অন্ধ এসে
'জয় হোক্ গো!' দাঁড়াল এই বলি',
আমি বল্লেম, 'হাত পাত ত, দিব তোমায় কিছু,'
—পকেট হ'তে বাহির কল্লেম থলি।

গর্ব্বভরে বল্লে অন্ধ, 'পণ করেছি, আজকে আমি
কারও কাছে ভিক্ষা নাহি নিব,
আমার ক্ষুদ্র পুঁজিটুকু এনেছি এই সাথে করে',
তাহাই ধরে' কুষ্ঠাশ্রমে দিব।

যেতে হবে কোন্ পথে মোর, সেইটী মাত্র বলে' দাও,
দীনের এবার ধার শুধিবার পালা,
বল্লেন, 'পথের কাঙ্গাল, ওই কষ্টের পুঁজি দিয়া
ঘুচ্‌বে না ত এক রোগীরও জ্বালা!'

সে কহিল, 'হীন বাছে কি দয়ার ঠাকুর আমার ?
বেশী স্নেহ অক্ষমটীরই 'পরে,
রাজ-ভোজ তাই রুচে না শ্রীমুখে, প্রাসাদ ছেড়ে'
ক্ষুদের লোভে যান বিদুরের ঘরে।'

শুনে' অশ্রু এল চোখে, বল্লেম, 'ধন্য দীনবন্ধু,
দেখালে কি লীলা আমায় ডাকি,
ফুটালে নাথ, জুড়ালে নাথ, ভুলালে কোন্ রূপে
এক সঙ্গে আজ দুই জন্মান্ধের আঁখি !'

বল্লেন তারে গাঢ়কণ্ঠে, 'ভাই, তোমারে পথ দেখাব,
এস সাথে, গাড়ীতে মোর চড়,
জান্‌লেম আজ, মান্‌লেম আজ,—কোটি ভক্তের চেয়ে
ভক্তশ্রেষ্ঠ, তোমার পূজাই বড় !'

মেয়েতে মা-রূপ

খোলা-ছাদে ধূলা মেখে
তিন ভাই-বোন খেলে,
ঘোরে সাথে হরিণশিশু,
খুকির পোষা-ছেলে।

টবের গাছে ফুটে আছে
ফুলের হাসিটুক্,
তারই পাশে ফুটে থাকে
তিনটী হাসিমুখ।

আর্দ্র চোখে স্তব্ধ হ'য়ে
দেখি চারটী বেলা,
মন-উড়ানো প্রাণ-জুড়ানো
চারটী প্রাণের খেলা।

হেলান দিয়ে আরাম-চৌকি,
আমি মুগ্ধ কবি
সোণার দৃশ্য দেখে দেখে
আঁকি সোণার ছবি।

খুকীর সাথে ঘুর্‌ছি ছাদে
ফূর্ত্তি করে' ভোরে,
চাকর খুকুর বেড়াল-ছানা
আন্‌ছে টুটী ধরে' !

পাছে পাছে কেঁদে কেঁদে
মিনি আস্‌ছে ছুটে,
দেখে' খুকুর চোখ দুটিতে
যুগল মুক্তা ফুটে !

বলে, 'মা'র বুক খালি করে'
কেন কাড়্‌লি ছা'কে,
বলে'ই খুকী ছা'কে নিয়ে
বুঝিয়ে দিলে মাকে !

ওগো স্নেহ-দেবি, তোমায়
মা বলেই ত জানি,
দেখা দিলে মেয়ের রূপে
আজ যে অভিমানী !

মুখ ফুটে জানালে,—'মানুষ
পশু-পাখীর ভাই,
একটি যৌথ-পরিবার,
মায়ের বাছা সবাই !'

মা-পাগ্‌লা ছেলে

তারা নামে গান বেঁধেছি,
তিন বছরের ছেলে
সারাদিন তাই গেয়ে বেড়ায়
সারাটী প্রাণ ঢেলে।

মুখের এমনই ভঙ্গি করে,
এমনই ছাঁদেই গায়,
মনে হয়, ওই গানের মাঝে
ও যেন কি পায়।

যেন সে কোন্ মায়ের ছবি
মায়ার স্বপন প্রায়,
ঐ একরত্তি প্রাণে খুসির
ঢেউ খেলিয়ে যায়!

সে খেয়ালীর ঝোঁকের মধ্যে
এইটী এবে প্রবল,
আমার খেলায়-মাতাল ছেলে
মায়ের নামে পাগল!

পুত্রের মা, পিতার মা,
কে তুই রে এক সঙ্গে
বাপ-ছেলেকে হাসাস্, কাঁদাস্,
ভাসাস্ কি তরঙ্গে !

দুধের বাছা আমার ক্ষুদে,
হা জননী মোর,
তারও কাছে রাখ আশা,
এতই তৃষা তোর ?

অবুঝের এ মাতৃপূজা,
তাহাই যদি চাস্,
শ্যামা মায়ের রাঙ্গা পায়ের
হোক্ সে ছোট্ট দাস !

গুরুজী কা ফতে !

কহিছে বান্দা মুক্ত-কৃপাণ করে—
পিপীলিকা সম মোগলবাহিনী নড়ে,
প্রাণ ল'য়ে তাই পালাবে কি সবে ডরে ?
সহসা সহস্র অশনি গড়া'ল মথি যেন দশদিক,
'গুরুজী কা ফতে, গুরুজী কা ফতে' ডাকিয়া উঠিল শিখ।

গরজে বান্দা,—দুই মুষ্টিমেয় মোরা,
ফিরিব না কেউ, ফিরিতে পাবে না ওরা,
সারা পাঞ্জাবে আর শেষে নিশি ঘোরা !
সহসা সহস্র অশনি গড়া'ল মথি যেন দশদিক,
'গুরুজী কা ফতে, গুরুজী কা ফতে' গরজি উঠিল শিখ।

কহিছে বান্দা,—এক ঈশ্বর মানি,
'দিল্লীশ্বর জগদীশ্বর' বাণী—
স্তাবকের চাটু, দাও তারে আজি হানি !
সহসা সহস্র অশনি গড়া'ল মথি যেন দশদিক,
'গুরুজী কা ফতে, গুরুজী কা ফতে' ডাকিয়া উঠিল শিখ

গরজে বান্দা,—খাল্‌সা না তোরা সব ?
ধন-বলে হবে মনোবল পরাভব ?

তোরা কি পাষাণ? তোরা কি শ্মশান-শব?
সহসা সহস্র অশনি গড়া'ল মথি যেন দশদিক,
'গুরুজী কা ফতে, গুরুজী কা ফতে' গরজি উঠিল শিখ!

আপন বচনে আপনি বান্ধা যাতে,
লাফায়ে পড়িল অরি মাঝে অসি হাতে,
ক্ষুদ্র বাহিনী ঝাঁপায়ে পড়িল সাথে,
অরি অগণ্য ঘিরিয়া ফেলিল তাহাদের চারিদিক,
'গুরুজী কা ফতে, গুরুজী কা ফতে' ডাকিছে, যুঝিছে শিখ।

সাগরের বুকে অধীর তরঙ্গ প্রায়
খালসার দল মিলাইয়া গেল হায়,
কোথা মিলাইল, কোন্ মহিমার গায়?
একবার শুধু,—শেষবার গেল কাঁপাইয়া দশদিক,
'গুরুজী কা ফতে, গুরুজী কা ফতে' মরিয়া বাঁচিল শিখ!

মায়ের মার প্রণামী

চাকরী করে' ছেলে এল,
হাজার টাকা নিয়ে,
মায়ের পায়ের ধূলা নিল
নোটটা হাতে দিয়ে।

মা বল্লেন, 'বাছা, তুমি
চিরজীবী হও,
কিন্তু তোমার মা'র প্রণামী
এবার ফিরে লও।

আমার চেয়েও আছেন বড়,
তাঁহারে লও চিনি,
তোমার মাতা, আমার মাতা,
দশের মাতা তিনি!

তাঁহার গোলা দেশ-বিদেশে,
তাঁর মিলে না ভাত,
সে ধনধান্যে সবাই ধন্য,
তাঁরই শূন্য হাত!

অতি বন্যায় দেশ যে গেছে,
বাঁচাও তারে গিয়া,
মায়ের মা'র আজ প্রণামী দাও
হাজার টাকা দিয়া।'

সাবাস্ স্ত্রী !

দীন-দুঃখী কেরাণী এক
চাক্‌রীটুকু ছাড়ি
মলিনমুখে দোষীর মত
এল ফিরে বাড়ী।
অনেকগুলি ছেলে-মেয়ে,
বৃহৎ পরিবার,
এবার সবার ভাগ্যে শুধু
নিরেট অনাহার !
'প্রিয়া শুনে' বল্লে তারে,
'এমন কি আঘাতে
চাক্‌রী ছেড়ে খালাস হ'লে
গোষ্ঠী মেরে ভাতে ?'
কেরাণী কয়, 'হৌসের মালিক
বেয়ারার কাণ ধরি'
বল্‌লেন, ছোট লোককে শিক্ষা
দিতে হয় এই করি !'
বল্লে তখন কেরাণীর স্ত্রী,
'আজকে ধন্য হলেম,
বহু পুণ্যে তোমার মত
স্বামী পেয়েছিলেম !'

চাষার কলিজা

মোদের গাঁয়ের একটী নিরেট চাষা,
দেখা হ'ল সেদিন তাহার সাথে,
বল্লে আমায়, 'ও বুঝি মণিদা,
শীতকাপড় যা দেখ্‌ছি মশাইর হাতে ?'

আমি বল্লেম, 'ঠিক ঠাউরেছ বটে,
কিন্‌তে হ'ল কিন্তু বেশী দিয়া,
শীত ত হাজির, তোমার গায়ে এবার,
কাপড় কেন দেখ্‌ছি না হে, মিঞা ?'

চাষা বল্‌লে, 'ভিখারী এক এসে
চাইতেছিল গায়ের কাপড় পানে,
যেম্‌নই তাহার গায়ে দিলেম তুলে,
খুসীর বানটী ডেকে উঠ্‌ল প্রাণে !

তিনটি সেলাম রেখে ভূমির 'পরে
বল্লেম, 'সোণা মাটি, দোয়া কর্‌,
নাই বা জুট্‌ল শীতুরী এই শীতে,
তোর রাজ্যে ত রয়েছে কাঠ-খড় !'

ছোট মুখে বড় কথা

বাগানযাত্রী একটি সৌখিন বাবু
বল্লেন, 'ভাড়া যাবি, গাড়োয়ান ?'
সে কহিল, 'যাব, কিন্তু আগে
মদের বোতল করুন খান্ খান্!'

'ছোট মুখে বড় কথা!'—বল্লেন বাবু রেগে,
'ভাড়া যা চাস্, চল্, পাবি তা-ই।'
সে কহিল, 'হাজার টাকা দিলেও
তোমার জায়গা এ গাড়ীতে নাই!'

চলন্ত সে গাড়ীর পানে পথিক
চেয়ে রইলেন ক্ষণেক অচপল,
কখন খসে' পড়্‌লো হাতের বোতল,
উথ্‌লে উঠ্‌লো কখন চোখে জল!

——— —

যুদ্ধ-যাত্রা

জাপের আরও সৈন্য চাই,
জঙ্গী রুষের সঙ্গে যুদ্ধ !
প্রচার হ'তেই, মানের লাগি
মরতে ক্ষেপ্‌লো দেশটি শুদ্ধ !

শয্যাগত জাপানী এক
ঘৃণা-লজ্জায় রইল মরে'—
রণের শিঙ্গা ডাক্‌ল সবকে,
আমায় গেল হেলা করে ?'

একদিন উঠে দাঁড়া'ল সে
ঠেলে ফেলে রোগের তাড়া,
একটু আগে চলে'ই, প'ল,
আর দিল না কিন্তু সাড়া !

শেষ-নিঃশ্বাসের সাথে ফুট্‌লো
শেষ-কথাটি অকারণে,
'এবার চল্লেম রণে আমি,
এবার চল্লেম রণে !'

প্রতাপের বিদায়

যশোর, সোণার যশোর!
তোমার চরণ স্মরণ করে
অধম পুত্র তোর।
আশা ছিল, তোমায়, রাণী, সিংহাসন দিব আনি,
পূর্‌লো না সাধ, হে কল্যাণী,
ভাঙ্গলো স্বপন-ঘোর,
সোণার স্বদেশ, বিদায় এখন,
ছাড়্‌বো তোমার ক্রোড়!
যশোর, আমার যশোর!

মোগল, চতুর মোগল!
বঙ্গের বাঘ বন্দী করেছ,
হে খল, পাতিয়া কল,
এবে মনে মনে করেছ ফন্দি, হবে পোষমানা নূতন বন্দী,
বাঁধন পরায়ে করিবে সন্ধি,
এতই জয়ের বল?
এই ত ঢের, যে নারিলাম দিতে
সমুচিত প্রতিফল!
মোগল, চতুর মোগল!

ঈশানী, হায়, মা ঈশানী!
খুঁজিলাম বৃথা পূজিলাম তোরে,
আর ত তোরে না মানি!
অপরাধ, শ্যামা, যদিই মোর, কেন এ শিরে প'ল না তোর
ন্যায়ের করাল দণ্ড ঘোর?
নিতাম তা স্নেহ জানি'।
ডুবাইলি দেশ, মজাইলি জাতি,
কোন্ দোষে, হা পাষাণী?
ঈশানী, করালী ঈশানী!

মূষিক, ঘরের মূষিক,
পরেরে সঁপিয়া আপনার দেশ
কলঙ্কে ভরিলি দিক্!
দেশরাজার ভক্ত ভৃত্য, রাজদ্রোহী জানিয়া নিত্য
একদা তোদের প্রায়শ্চিত্ত
করিবে জানিস্ ঠিক,
সব অবমানে সকলের আগে
দিবে তারা কুলে ধিক্!
মূষিক, ঘরের মূষিক!

বিদায়, স্বদেশ, বিদায়!
দিল্লীর পথে, আশীর্ব্বাদ কর,

যেন এ জীবন যায় !
বন্দী প্রতাপ মরণে ফুল্ল, ভেটিবে শত্রু বিজয়ী তুল্য,
বিকাইবে তাই আয়ু অমূল্য
পথের ধূলির প্রায়,
কোটি প্রাণে ফিরে আসি যেন !—এবে
বেঁচে কে মরিতে চায় ?
বিদায়, স্বদেশ, বিদায় !

শ্যামাসাধন

'পূজা আন্‌লেম, পূজা আন্‌লেম,
ও পূজারী, দুয়ার খোল',
বল্লেন একটী ভক্ত এসে,
'মায়ের পূজার সময় হ'ল !'

দেউলে কচি কিরণ তখন
এমন ভাবেই পড়েছে,
যেন উঁচু চূড়াটী তার
কাঁচা সোণায় গড়েছে !

নিকটে নীল তমালবনে
ভোর গাহিছে ভোরের পাখী,
উঠান-ভরা যুথির রাশি
মেল্‌ছে অলস অবশ আঁখি ।

দুয়ার খুলে' বাহির হলেন
দেবীমঠের সাধু সেবক,
গৈরিক, রুদ্রাক্ষ পরা,
সৌম্যমূর্ত্তি নবযুবক ।

স্নিগ্ধ গৌর পুষ্ট দেহ
  প্রাতঃস্নানের দীপ্তিমাখা,
প্রতিভালোক খেলে চোখে,
  মুখে প্রসন্নতা আঁকা !

গভীর মধুর স্বরে তিনি
  কহিলেন সেই অভ্যাগতে,
'পুরাণপন্থী, যাত্রা এবার
  নূতন পথে, নূতন মতে।

ফিরে নে যাও পূজা, ভক্ত,
  শ্যামাসাধন, শক্ত বুঝা,
মৃণ্ময়ীরে পূজা দিলে,
  চিন্ময়ী পান তবে পূজা !'

বাঙ্গালীর অন্তঃপুর

গরিব-ঘরের একটি বধূ
বল্লে স্বামী দেশে এলে,
'পাঠালে যে দুশো টাকা
দিয়েছি তা জলে ফেলে।'

স্বামী বল্লেন 'ফেল্‌লে নাকি ?
দুটো টাকা জমান কষ্ট,
দুশো টাকা একটি দমে
করে' ফেল্লে অম্‌নি নষ্ট !'

স্ত্রী কহিল, 'ঠাকুর ভিটে
নিলেম কচ্ছে পাওনাদার,
দুশো টাকা দিয়ে রাখ্‌লাম
দেশে একটি পরিবার।'

স্বামী বল্লেন, 'টিঁকে আছি
আছ বলে', পুণ্যময়ী,
তোমরা কচ্ছ ভাঁড়ার ভর্ত্তি,
আমরা গাধার বোঝা বই !'

বাহবা মা

জাপানী যুবক ভগ্ন হৃদয়ে
মাতার নিকট জানা'ল দুখে,
'সরকার মোরে করিলা নিরাশ
রণ-ক্ষেত্রের মরণ-সুখে !'
মাতা কহিলেন, 'কোন্ অপরাধে
কঠোর আদেশ তোমার প্রতি ?'
'একা ফেলে মাকে যাইতে নিষেধ।'
পুত্র কহিল বিষাদে অতি।
শুনিয়া জননী কহিলেন হাসি,
'করিতে হবে না ভাবনা, ও রে,
যেরূপেই পারি, পাঠাব ত্বরায়
যশের সভায়, পুত্র তোরে !'
পুত্র কহিল, 'মিছে সাধা-কাঁদা,
হবে না উপায়, হবে না আর।'
মাতা কহিলেন, 'কর্ত্তব্য যা চায়
ফিরায় সে দাবী সাধ্য কার ?'
পরদিন ছেলে মা'র মৃতদেহ
দেখিল, বিরাজে দেবতাবৎ !
অক্ষম পুত্রে দিলেন মা ক'রে
স্বজাতির-ঋণ শোধের পথ !

দুই ভাই !

মণি হেরে' গেল বিলেত আপীল,
ডিক্রি পাইল ফণী,
এক ভাই হ'ল পথের কাঙ্গাল,
এক ভাই হ'ল ধনী।

দু'বছর গেছে, দুই ভা'য়ে আর
মুখ-দেখাদেখি নাই,
পরের অধিক হয়েছে এখন
মায়ের পেটের ভাই।

সেদিন সহসা কি ভাবিয়া ফণী
আসিল মণির কাছে,
তখন ভোরের ফুলের গন্ধ
ফুটিতেছে গাছে গাছে।

ফণী কহে, 'ভাই, দেখিনু শিয়রে
মৃন্ময়ী শ্যামা বসি
চিন্ময়ীর মত ভীমা—ধক্ ধক্,
চোখে জ্বালা, করে অসি !

কহিলা,—দু'ভায়ে মিলে না যখন,
দশের মিলন ফাঁকি,
আপনারে ল'য়ে এমন মাতিলে,
সুধায় কে পরে ডাকি ?

গেলেন মিলায়ে জননী, শিহরি
দেখিনু নয়ন মেলি,
ভোরের কিরণ ডাকিছে তখন
দুয়ার নীরবে ঠেলি'।

এসেছি, ভাই রে, জানাইতে এবে,—
অর্দ্ধ-বিষয় তোরে
দিব ফিরাইয়া, গ্রহণ করিস্
যদি তুই দয়া করে' !'

বহুক্ষণ ধরে' বুকে বুকে দোঁহে
রহিলা বন্দী হ'য়ে,
মায়ের করুণা দুইটী হৃদয়ে
নীরবে চলিল ব'য়ে !

অতুলন সাত শত !

ভয়হারা সাত শত !
রক্ত পতাকা ঊর্দ্ধে তুলিয়া
দাঁড়া'ল জাপের মত,
অতুলন সাত শত !

ছোট পোত ঘন দোলে !
ঘিরিয়া তাহারে ক্ষিপ্ত সাগর
গরজে অট্ট রোলে !
ছোট পোত তাহে দোলে !

অরাতি ফেলেছে ঘিরে !
রুষীয় সেনানী বহু বল ল'য়ে
এ আসীয় বাহিনীরে,
সহসা ফেলিলা ঘিরে !

'হে সাহসী বীরগণ !'
কহিল শত্রু মুগ্ধ, 'করো
আত্ম-সমর্পণ,
হে অতুল বীরগণ !'

এল উত্তর তার !—
রটিল সাত শ বন্দুকে সেই
অগ্নির সমাচার,
দ্রুত উত্তর তার !

'বান্‌জাই' ! 'বানজাই' !
সাত শ পরাণে একটী ছন্দ,
মরণে শঙ্কা নাই।
'বান্‌জাই' ! 'বান্‌জাই' !

সাত শত মহাবীরে !
আহত তরণী লইল অতলে
ভয়াল করাল নীরে,
সাত শ আত্মীয় বীরে !

সাত শ দেবতা তরে !
মরণ রচিল অমর সমাধি
নীলের নিবিড় স্তরে,
সাত শ দেবতা তরে !

বুকের রক্তে লেখা !
রহিল একটী স্বদেশ-ভক্তি
যায় নি যা কোথা দেখা,
সলিলে রহিল লেখা !

কলঙ্কিনী-রাণী ও রাজা-চোর

'আমার চিতোর, আমার চিতোর!
আকবর্ সা কাড়্‌তে এল, হবে এ তার গোর!'
—উদয়সিংহের সেবাদাসী
সেনা চালায় রণে আসি!
বল্‌লে, 'পূজা ফিরাবি মা, পতিত মেয়ের তোর?
মরণে কার নাই অধিকার? চিতোর, আমার চিতোর!'

'আমার চিতোর, আমার চিতোর!
পুণ্য স্তন্যঋণ শোধিবার পালা এবার মোর।'
—বীরনারীর পরাক্রমে
হট্‌লো মোগল ক্রমে ক্রমে,
ভারতরাজের সাধের বাজি হয় বা কেঁদে ভোর!
চিতোর চির বীরধাত্রী, দাসী ত নয় চিতোর!'

'আমার চিতোর, আমার চিতোর!—
জয়ধ্বনি কণ্ঠে কণ্ঠে লাগ্‌লো হ'তে জোর।
বাদশা ধরা পড়ার ভয়ে
দিলেন ভঙ্গ সেনা ল'য়ে,
দিতে গিয়ে, নিতে হয় বা গলায় ফাঁসীর ডোর!
শুন্‌লেন, ক্রমে ক্ষীণ, ক্ষীণতর,— চিতোর, আমার চিতোর

'আমার চিতোর, আমার চিতোর !'—
বাহবা নারী ! সাবাস্ বড়াই ! আচ্ছা লড়াই ঘোর !
চারণ-কবি তুলে মাথা
গাইলে সেদিন বীরগাথা,
শুন্‌লে তাহা, শিখ্‌লে তাহা বীরের ভূমি চিতোর,—
উচ্চ কলঙ্কিনী রাণী ! তুচ্ছ রাজা চোর !

সাচ্চা পান্না

পান্না ত নয় শুধু ধাত্রী,
পান্না নারীজাতির রাণী,
মেবারের মুখ উজল করে'
গিয়েছে সে রাজপুতানী !

রাজা যখন হলেন গত,
রাজার পুত্র নেহাৎ বালক,
রাজ্য চালায় বনবীর,
রক্ষক শেষ হ'ল ভক্ষক !

রাজার মরণ-সমাচার
শুনলে পান্না যখন দুখে,
ভাব্‌লে,—এবার খুনীর ছুরী
পড়্‌বে রাজার ছেলের বুকে !

বল্লে চেয়ে ঊর্দ্ধ পানে,
'মেবার, তোমার ভাবী-রাজার
আমার হাতে মানুষ হ'তে
তুমিই দিয়েছিলে ভার !

তোমার কাছে বিশ্বাস তার
প্রাণপণে আজ রাখ্‌বে দাসী,
রাজার রাজ্য দস্যু পাবে,
প্রভুপুত্রের জীবন নাশি ?'

বিশ্বস্ত এক লোকের হাতে
সরা'ল সে রাজকুমারে,
খুনীর ছুরী প্রতীক্ষিয়া
রইল জেগে নিজ আগারে।

এল ছুটে ক্ষ্যাপার মত
রাজপুত্তাধম বনবীর,
বল্লে, 'ধাত্রী, চায় এ অসি
শুধু একটী শিশুর শির !'

পান্নার মনে এল হঠাৎ,—
সিংহশিশুর অন্তর্দ্ধান
জান্‌লে, বিশ্ব খুঁজে ব্যাধ
কর্ব্বে তাহার রক্ত পান !

—দেখিয়ে সুপ্ত আপন পুত্রে,
দেখ্‌লো অবিকৃত মুখে—
শিশুর শোণিতলোভী ছুরী
বিঁধ্‌লো তারই শিশুর বুকে !

পান্নার মুখ নির্ব্বিকার,
ফাট্‌ছে বুক বজ্রাঘাতে !
কে, তাঁর শ্যামল মাতৃপাণি
রাখ্‌লেন স্নেহে ধাত্রী মাথে !

পতিত মেয়ের পূজা।

বিকিয়ে মোহন বেশ আর চাঁচর কেশের রাশি,
কলঙ্কিনী ভাব্‌লে,—হ'ব প্লেগ-ওয়ার্ডের দাসী !
শেষ সম্বল বিলিয়ে দিয়ে
বাহির হ'ল পথে গিয়ে,
কেউ ফিরা'ল মুখ, কেউ বা হাস্‌লে তারে চিনি,
কা'লের আদরিণী, আজ পথের ভিখারিণী !

দেবতা তারে নিলেন ডেকে, অনাদৃতার শিরে
বরাভয়ের পদ্ম-পাণি রাখ্‌লেন ধীরে ধীরে !
বল্লেন স্নেহে কাণে কাণে,
'তুষ্ট হলেম তোমার দানে,
সতী মেয়ের পাশে তুলে' পতিত মেয়ে তোরে,
রাখ্‌লেম আমার চিরদিনের ভক্ত দাসী করে' !'

পণের বদলে শুভ পণ!

পণ নিব দশ হাজার,
এ যে কর কুল-রাজার!
কর্‌বো যেরূপ ঘটা, কিছু না এ টাকা ক'টা!
ক্রেতা যেরূপ কড়া, তাতে বেজায় চড়া বাজার!
তাই ত এবার নেব ঠুকে' ঠিক দশটী হাজার!

শুনে' এম-এ পাশ পাত্র
কইল না কথা মাত্র,
মনে মনে আঁট্‌লে পণ, দিবে না নিতে পিতায় পণ,
কৌশলে কিসে মানাবে, তাই ভাব্‌লে সে সারা রাত্র,
গরীবের সেই পরাণ-ভুলানো দামী নামী ভাবী-পাত্র!

একদা সহর ছাড়ি
পিতারে সে ল'য়ে বাড়ী
এল বেড়াবার ছলে, কত দিন গেছে চলে!
পল্লীর শোভা বুড়ার হৃদয় একেবারে নিল কাড়ি,
পুত্রেরে ল'য়ে পল্লীর পথে বাহিরিলা গৃহ ছাড়ি।

'বিশ বর্ষ আগেকার
সে পল্লী কি আছে আর ?'—
কহিল বুড়ারে আসি বাল্যসাথী এক চাষী,—
'হা অন্ন ! হা অন্ন ! ঘরে ঘরে আজ পড়ে'গেছে হাহাকার,
রোগে শোকে দহি সোণার পল্লী হ'য়ে গেছে ছারখার।'

তখন তিমির স্তূপে
রবি লুকাইছে চুপে !
বুড়া দেখিলেন মাঠে— ভিখারিণী এক হাঁটে,
উঞ্ছবৃত্তি রাজ্ঞীর আজ !—দেখিলা বিষাদে চুপে,
উঠিলা কাঁদিয়া, 'হায় মা সুফলা, দেখা দিলি এ কি রূপে ?'

কহে অশ্রু মুছি ত্বরা,
'নির্ব্বাসিত—দিল ধরা !
এ কি তার খেলা-ঘর ? নাই আজ চালে খড়,
গৃহে ধান নাই, দেহে প্রাণ নাই, বেঁচে আছে ক'টি মরা !
ধিক্ এ ঘটা ! ধিক্ এ পণ ! ফকীরে ভিখারী করা ! '

সোণার ছাই !

ভূষ্ণার সীতারাম !
ভুবন ভরিয়া রটিলা একদা
অধম বাঙ্গালী-নাম,
ভূষ্ণার সীতারাম !

—শুনিয়া অরাতিদল
সোণার রাজ্য করিতে ভস্ম
জ্বালিল সমরানল,
নির্ম্মম অরিদল !

ভূষণা দিল রে ঝাঁপ !
দেশ, বিদেশের দেখিল সবাই
বিস্ময়ে সে বীরদাপ,
আগুনে দিল রে ঝাঁপ !

নিবিল অগ্নি যবে,
সোণা হ'য়ে গেল আদি-ইতিহাস
জয়-দীপ্ত পরাভবে,
ভূষণার সে গৌরবে !

সোণা-ছাই ল'য়ে ঘরে
বাঙ্গালী রাখিল সে দেবপ্রসাদ
দশের পূজার তরে।
সোণা-ছাই আছে ঘরে!

রাজার রাজা সহায়

'কলেরায় ও পাড়া উজাড় !'
মা ছেলেকে বলে,
'ও পাড়ায় আর যাস্‌নে, যাদু,
মন যে নাহি চলে !

ঘরে ঘরে দুয়ার বন্ধ,
যে যার আপন বাঁচায়—
আপনার জন ছেড়ে সবাই
বিদেশে আজ পালায় !'

ছেলে কহে, 'বিবেকের মান
বজায় রাখ্‌তে হ'লে,
আত্মপর না করে' বিচার
টান্‌তে হবে কোলে।

যারা খালি আপন বাঁচায়,
তারাই রোগী আতুর,
পরের বোঝা যে নেয় কাঁধে,
সেই ত বাহাদুর !

কি ভয়? আজ যে রাজার রাজা
আছেন খাড়া পাছে,
জোর হুকুম তাঁর, সবার 'পরে
আগেই জারী আছে!'

মা কহিলেন, 'বাছা, তোরে
আর করি না বারণ,
রাজার রাজা দাঁড়িয়ে পাছে
তিনি আর্ত্তের তারণ।'

প্রাণের বাড়া মান

জরোয়ারে কহে ওয়াজির খাঁ,
'বালক, নোঁয়াও শির !'
রহে নির্ভীক অটল তেমনই
শিখের কিশোর বীর !

কহে, 'আপনার ধর্ম্ম আর
সেই ধর্ম্মরাজে জানি,
শুধু মোর মাথা হয় সেথা নত,
আর কারে নাহি মানি !'

ওয়াজির ডাকে, 'কাফেরের শির
নে জল্লাদ, এই বেলা,'
হাসিয়া কিশোর কহিল, 'দম্ভী,
মৃত্যু শিখের খেলা !

এই প্রাণ গেলে কিছু নাহি হবে,
মান গেলে দেশ যাবে,
আমার মরণে সারা পাঞ্জাব
নবীন জীবন পাবে !'

বিড়িওয়ালা

বিড়িওয়ালা দু'শ টাকা নিয়ে
ফেমিন্-ফণ্ডের দ্বারে এসে হাজির,
সবাই বল্লে, 'বাহবা তোর দান,
আদত দেশহিত তুই-ই কল্লি জাহির !'

সে কহিল, 'ধন্য নই গো কভু,
ঘৃণায় মরি আগের কথা স্মরে',
ছিলাম ঝুটা পথের পকেট-কাটা,
খেটে খাই আজ খাঁটি ব্যব্সা করে'!

মায়ের ভাঁড়ার লুটে ছাড়্লে যেদিন,
হাজার দুয়ার খুল্লে হাজার দিকে,
দশের সাথে মায়ের মায়াঘরের
প্রবেশমন্ত্র আমিও নিলেম শিখে !

যাহার অন্নে আজকে ধন্য দাস,
তাঁর তা দিয়ে তাঁরেই দিব প্রবোধ,
এ ত নয় গো দক্ষিণা কি দান,
এ যে গুরু ঋণের ক্ষুদ্র শোধ !'

মরণ না বাঁচন

তরু সিং প'ল ধরা !
মোগলেরা তারে বাঁধিয়া চলিল
লাহোরের পথে ত্বরা !
তরু সিং প'ল ধরা !

হাজার হাজার শিখ
ধাইল ভক্তে করিতে মুক্ত,
মোগলেরে দিয়ে ধিক্,
হাজার হাজার শিখ !

তরু সিং ডাকি কয়,
'ভাই সব, ফিরে যাও নিজ ঘরে,
মোর লাগি নাহি ভয়,
এ জয় ত নয় জয় !

কি হবে এ প্রাণ গেলে ?
একটী পরাণ কে চায় রাখিতে
দশের জীবন ঢেলে !
কি হবে এ প্রাণ গেলে ?'

ধন্য ধ্বনিছে সবে !—
'হে ত্যাগী, মৃত্যু অমর করিতে
ডাকে তোমা গৌরবে !'
জয় দিয়ে গেল সবে ।

বাদ্‌শার কাছে আসি
কহে তরু সিং, 'মানের বদলে
সন্ধি ভাল না বাসি,
প্রাণ চাও, দিব হাসি !'

সরসোক্তি

বুট জোড়াটা বুরুস্ কর্ত্তে
বাবু ডাক্‌লেন চামার,
—সে কহিল, 'সেলাম বাবু,
'এ কাজ আর নয় আমার!'

বাবু ক'ন, 'বেটা মুচি না ত,
শায়েস্তা খাঁ নবাব!'
মুচি কয়, 'কই চাম্‌ড়া ছেড়ে
খাচ্ছি মাংসের কবাব!

ছোট জাতকে চেপে নিংড়ে
রসটা কর্‌তে বাহির
হিন্দুয়ানীর ধুয়া বাবু
সভায় কল্লে জাহির!

ঠুন্‌কো জাত ছুঁলেই ভাঙ্গ্‌বে
দূর থেকেই তাই বিদায়!
আমরা যে সব খরচ লেখা
কলি যুগের খাতায়!'

সব্ লাল হো যা গা

‘সব হ’য়ে যাবে লাল !’
কহে পঞ্জাবকেশরী,—‘দেখি,
জটিল ভারত-ভাল,
সব হ’য়ে যাবে লাল !

আমার খাল্‌সা সেনা !
আলসে-বিলাসে এতই মজিবে,
যাবে না তাদের চেনা,
অজেয় খাল্‌সা সেনা !

এমন মহান্ জাতি !
দেখা দিবে তাহে স্বদেশদ্রোহী,
প্রভুবিশ্বাসঘাতী !
লুটাবে এ মহা জাতি ।

হে মোর সাধনভূমি !
সাগর-পারের স্নেহের নিষেকে
আবার বাঁচিবে তুমি !
আমার সাধনভূমি !

চিত্র ও চরিত্র

একদা তামসী রাতে !
পড়িবে ন্যায়ের অমোঘ দণ্ড
পতিত জাতির মাথে,
ভীষণ তামসী রাতে !

শুভ পরিণাম তরে !
আপনি বিধাতা অযোগ্যে ল'য়ে
দিবেন যোগ্য করে,
মহামঙ্গল তরে ।

এই ভেবে সুখে আছি !—
আমি তোর মান রেখেছি, রাখিব,
যতদিন প্রাণে বাঁচি !
তাই আজ সুখে আছি !'

হল্‌দিঘাটার ইন্ধন

'দীন দীন' ডুবিয়ে উঠ্‌ল 'হর হর' রব,
বাবর বাদ্‌শা অবাক্ দেখে' এমন পরাভব,
সংগ্রামসিং মহারাণা, বল্‌ছেন 'আজ রাজপুতনা
হবে রক্তে নদী, যে তক না হই সবাই শব,
পিছু হটে মরা, করা জাতির অগৌরব।'

বাবর বলে, 'মন্ত্রী, ক'টি ভুট্টার তরে আজ,
মরুর দেশে এলাম কেন হারা'তে মোর রাজ?'
হঠাৎ শুনে বিবেক-বাণী, নতজানু, মাথাখানি
নুইয়ে বলেন, 'যে যেখানে, ব'স ধূলি মাঝ,
প্রাণ ভরে' আজ কর সবাই সর্ব্ব-শেষের নেমাজ।'

উঠ্‌ল যখন নেমাজ সেরে কি এক তেজে বলী,
রাজপুতের বিরাট ব্যূহ গেল তাতে টলি'!
রক্তে রাঙ্গা ভাঙ্গাদল পুড়িয়ে দিয়ে গেল মোগল,
সেই কালানল পুষে' রাখ্‌ল বুকে আরাবলি,
একদিন তাই উঠ্‌ল হঠাৎ হল্‌দিঘাটে জ্বলি'।

হল্‌দিঘাটার ঋণ !

মেবার, আমার মেবার !
হল্‌দিঘাটায় জ্বালিয়ে এলাম শ্মশান-বাতি তোমার !
ভেদি আরাবলীর জঙ্ঘা, বেরিয়ে এলি রক্ত-গঙ্গা,
কই হ'ল পতিত-চিতোর অভিশাপে পার ?
সারা বিশ্বের সোণার কাঠি, জনমমাটী আমার !

যুগের আশা পুড়িয়ে এলাম কালের চিতায় এবার,
বসাতে মা, তোমায় তক্তে, হোরি খেল্‌লাম বুকের রক্তে,
ভিজ্‌লো না ত মরুর বালি ধূলা মাখাই সার,
সারা বিশ্বের সোণার কাঠি, জনমমাটী আমার !

বাদশার পক্ষ লক্ষ লক্ষ, আমার তরবার !
মুকুটধারী এ ভিখারী তোমার লাগিই বনচারী,
ভাঙ্গা বুকের রাঙ্গা সাধন ছাড়্‌ছে হুহুঙ্কার !
সারা বিশ্বের সোণার কাঠি, জনমমাটী আমার !

মেবার, আমার মেবার !
তোর জনারের পোড়া রুটি স্নেহের উপহার !
জগৎমাতার নামের আগে, তোমার নাম মা, প্রাণে জাগে,
সে জীবাত্মু ধরিয়ে যাবে শবকে হাতিয়ার !
সারা বিশ্বের সোণার কাঠি জনম-মাটী আমার !

মেবার, আমার মেবার !
এ'কের রক্তে জীবন পাবে হাজার ভক্ত তোমার !
উ' দ জাতির শ্মশান থেকে, কত প্রতাপ 'জয় মা' ডেকে,
চুকিয়ে দিয়ে যাবে আজের হল্‌দিঘাটার ধার।
সারা বিশ্বের সোণার কাঠি জনম-মাটী আমার !

হলদিঘাটার প্রায়শ্চিত্ত।

'নীলা ঘোড়ার সওয়ার,
হো নীলা ঘোড়ার সওয়ার !'
হেরে হল্‌দিঘাটার রণে, যাচ্ছেন প্রতাপ ভগ্নমনে,
পেছন থেকে কে ডাকে ওই
'নীলা ঘোড়ার সওয়ার ?'

দেখ্‌লেন প্রতাপ পিছে আসে, শক্ত রক্ত-আঁখি,
অসি-হাতে ছুটিয়ে ঘোড়া 'ফেরো' বল্‌ছে ডাকি'।
ফিরিয়ে ঘোড়া বল্লেন প্রতাপ 'এস এস ও ভাই,
ঘুরিয়ে রক্তমাখা কৃপাণ শক্ত বলে 'চাই তব প্র'
প্রতিহিংসা ! প্রতিহিংসা ! তোমার রক্ত চাই।'

বল্লেন প্রতাপ, 'শক্ত করে' ধর শক্ত, অসি,
যুদ্ধ নয় হে মোসাহেবী মোগল-সভায় বসি !'
শক্ত বলে' তুমি সামাল, দিলে যে তাপ আছে মনে,
রাজার ছেলে তোমার তরে পরের দ্বারে ভিক্ষা করে,
প্রতাপ বলে 'এই ত সুযোগ, কথা কেন অকারণে' ?

শক্ত বলে, 'চল তবে, প্রান্তর দিয়ে পাড়ি,
নিজের রাস্তা কর্‌ব, নয় ত তোমায় দেবো ছাড়ি।'
কিছু দূরে যেতে শক্ত বলে, 'এই দিক দেখ, দাদা,'
দেখ্‌ছেন প্রতাপ হ'য়ে নত পথে দুটি মোগল হত,
তাজা রক্তে রাঙ্গা উষ্ণীষ শিরে সদ্য বাঁধা।

প্রতাপ বল্লেন, 'এর মানে ত হচ্ছে না মোর বোধ!'
শক্ত বলে—'দাদা, এই ত আমার প্রতিশোধ।'

উৎসাহী ও বুদ্ধির ঢেঁকী

বল্লেন একটী বুদ্ধির ঢেঁকী
উৎসাহীরে, 'কেমন চাঁদ,
বাঙ্গলার ধাতে ব্যবসা জমে ?
ভাঙ্গন মানে বালির বাঁধ ?

কল-কারখানায় ফোঁস-ফোঁসানী—
দন্তভাঙ্গা সাপের বড়াই,
ফাঁকা আওয়াজ গেছে উড়ে,
তাল সাম্‌লাতে একটীও নাই !

পাণ্ডারা সব ঠাণ্ডায় শোন,
আমি একটি বহুদর্শক,
এই ত গুণের ওঝা তোমরা,
শবকে দিচ্ছ সুরার আরক !'

উৎসাহী কয়, 'দোষ কি তোমার ?
মৃত জাতির এই ত ধরণ,
ঘরের সুধায় ঘৃণার আসে,
মিষ্টি পরের নিষ্ঠিবন !'

সাধন-অঙ্কুর শুকিয়ে গেছে,—
ওটা তোমার মস্ত ভুল!
বা'র ছেড়ে তা ভেতর দিকে
মেল্‌ছে ক্রমে গভীর মূল।

হাঁক-ডাক সব জমাট লাগি,
জম্‌লে, তা আর যায় কি শোনা?
যতই আগুন লাগ্‌ছে গায়ে,
ততই খাঁটি হচ্ছে সোণা।

অন্ধ, বিপথ ছাড়, চল,
দেখ্‌বে মায়ের কর্ম্মশালা,
বাজ্‌ছে ঘন জয় ঘণ্টা,
এবার, যাত্রী, তোমার পালা।'

কাটা-হাতের জ্বলুনি

জাহাজে জাহাজে বাধায়ে যুদ্ধ
পাগল তরল নীলের রাশি—
আসীয়ে-রুষীয়ে মাতায়ে চেতায়ে
হাসিতে লাগিল প্রলয়-হাসি!

পড়ি শত্রুর আগ্নেয় গোলা
জাপানী জাহাজে, হইল চূর্ণ,
দ্বিখণ্ড করি ফেলিল একটী
নাবিক-সেনার হস্ত, তূর্ণ।

ভ্রুক্ষেপ না করি আসীয় বীর
যুঝিতে লাগিল ক্ষ্যাপার প্রায়,
কহিল পাশের সঙ্গীটি, 'ভাই,
ডা'ন হাত তব কোথায় হায়!'

ছিন্ন হাতটী কুড়ায়ে আহত
কহিল, 'এ ক্ষতি গণিত কে বা;
কাটা-হাত জ্বলে এই খেদে,—এবে
এক হাতে হবে দশের সেবা!'

এত বলি, সেই ছিন্ন হস্ত
ছুঁড়িয়া ফেলিল অতল-তলে,
'বান্জাই !' বলে' দ্বিগুণোৎসাহে
ঝাঁপ দিল ঘোর সমরানলে !

খোঁড়া পায়ের দৌড়

খঞ্জ একটী সাত দিনের পথ হেঁটে
এসেছে চলে' তাহার খোঁড়া-পায়,
পুঁজি ল'য়ে অনাথাশ্রম খুঁজি
দাঁড়ায়ে মোর সদর দরজায় !—

আমি ছিলাম অন্তঃপুরে তখন,
চাকর খবর দিয়ে গেল এসে,
বাইরে যেতেই, সে তার ক্ষুদ্র থলি
বাহির কল্লে,—দেখে' বল্লেম হেসে,

'অনাথ নয়, এটী সনাথ বাড়ী,
কিন্তু আতুর, হবে বল্‌তে মোরে,—
কার কথাতে কষ্টের পুঁজি দিতে
এসেছ আজ এই কষ্টটা করে' ?'

সে কহিল একটু মিষ্টি হেসে,
'তীর্থের টান সবার প্রাণেই আছে,
পথের কষ্ট গা'য় লাগে কি তখন,
দেবদর্শনে মনটা যখন নাচে ?'

আমি বল্লেম, 'আমায় কোন দিয়ে
    ধন্য কর্ত্তে হবেই হবে ভাই,
লিখে-পড়ে' পদের বড়াই করি,
    খোঁড়া-পায়ের বলও তু'পায় নাই!'

বন্দির সন্ধি।

শত্রুকৃত বন্দীর দলে
    এলেন এক রোমীয় নব্য
সুদূর বিদেশ, তিনি দেশের
    মন্ত্রীসভার বিশেষ সভ্য।

শত্রু তাঁরে দেখা'ল লোভ,
    'ছাড়্‌তে পারি তোমায়, বন্দী,
যদি ঘটাও দেশে গিয়ে
    মোদের মনের মত সন্ধি!'

রোমীয় কন, 'শৃঙ্খলের ভার
    এতই গুরু, যাহার তরে
বিবেকটীরে বিকিয়ে যাব
    তোদের হাতে অকাতরে?'

তবু শত্রু কোন্ দুরাশায়
    বল্লে, 'তবে কর স্বীকার,—
সন্ধি যদি না হয়, বন্দী,
    কারাগারে ফির্‌বে আবার?'

যুবক মেনে এলেন দেশে।
—ফিরলেন অঙ্গীকারের তরে,
বল্লেন, 'সন্ধির অন্তরায়
ছিলাম আমিই সর্ব্বোপরে।'

চল্লো পীড়ন।—তিনি বল্‌তেন,
'লোক ইহারা পরিপাটী,
এদের কৃপায় জন্মের শোধ
দেখ্‌লাম আবার জন্মমাটি!'

শোকে সান্ত্বনা

'ওরে আমার সোণার চাঁদ,
ওরে আমার মাণিক,
বিশ্ব আঁধার হ'ত তোরে
হারালে যে খানিক!

ওরে আমার হৃদ্‌পিঞ্জরের
পোষা প্রাণের পাখী,
মায়ের বুকটী খালি করে'
দিলি এমন ফাঁকি!'—

নারীর কণ্ঠে উঠ্‌তে লাগ্‌লো
যখন আর্ত্ত ধ্বনি,
প্রতিবেশী বৃদ্ধ এসে
বল্লেন 'মা জননী,

হাজার প্রাণে সঞ্জীবিত
আজ যে তোমার ছেলে!
উঠেছে সে দেশের মাথায়
মরণেরে ঠেলে!

দস্যুর হাতে যাচ্ছিল, মা,
পাড়ার প্রাণ মান,
সে মরে কি, যে দেয় বলি
পরের লাগি প্রাণ ?

আমার ঘরে তারই জোড়া
আছে এক রতন,
ওই কোলে মা দেব তুলে',
তারে জন্মের মতন !

কিন্তু যদি আসে সুযোগ
খাট্‌বে সেও পালা,
বিশ্ব মোদের দেবায়ন,
নয় ত রঙ্গশালা !'

আগুনে হাত

স্বাধীনতার লীলাভূমি
সভ্যতার সেই আদি আবাস,
রোম যখন আপন দেশে
কর্‌তেছিল দুঃখের প্রবাস,

রোমীয় এক যুবা-নেতা
পড়্‌লেন ধরা শত্রু-করে,
আন্‌লো তারা দরবারে তাঁ'য়
বিচার-ছলে সাজার তরে।

শত্রুদলের মাঝে বন্দী
দাঁড়ায় সোজা উঁচু-মাথায়,
দেখে' তার সেই অটলমূর্ত্তি,
পলক নাই সব আঁখিপাতায়।

লোভে যখন টল্‌লো না সে,
বিচারক কন রুক্ষ স্বরে,
'জিহ্বা তোমার পোড়াব আজ
মন্ত্রণা না ভাঙ্গ্‌লে পরে!'

হ'ল উত্তর, 'হা রে মূর্খ,
বিবেক নিয়ে পরিহাস,
আগুন মোদের খেলার জিনিস,
দুঃখ মোদের পায়ের দাস !'

—ডা'ন হাতটি অনায়াসে
ধর্‌লো দীপ্ত মশাল মাঝে,
জয়গর্ব্বের হাসি মুখে !—
শত্রু অধোবদন লাজে !

মা ও মেয়ে।

'দাদা কোথায় গেল, মাগো, দাদা কোথায় গেল ?
আঁধার পক্ষ গিয়ে এবার চাঁদের পক্ষ এল।
গল্প বলে রতন পাঁড়ে,
সারস জলে পালক ঝাড়ে,
—চোখটা খালি ভরে' উঠে, বুকটা কেমন করে,
ঘুমের ঘোরে স্বপন দেখি,—দাদা আস্‌ছে ঘরে !

বিন্নির খৈ, নূতন গুড়,—মুড়্‌কি করে কে ?
খেতে বসে' পালাই কেঁদে পাতে ভাত রেখে !
নাই সে আকাশ বাদ্‌লা-ছাওয়া,
বয় শরতের মাত্‌লা হাওয়া,
বাঁশের ঝাড়ে আগুন দিয়ে চাঁদ উঠে ঐ এল,
দাদা কোথায় গেল, মাগো, দাদা কোথায় গেল ?'

মা বল্লেন, 'স্থাখ্‌, ঐ যে মাঠের পরে মাঠ,
জানিস্‌ কার সে সরিৎ-ঘেরা হরিৎ রাজ্যপাট ?
তাঁরই গোলার সোণা-ধানে,
তাঁরই নদীর সুধাপানে
মানুষ তোরা, বলি পড়্‌তে সেই দেবতার পায়ে,
দাদা তোর এই গায়ের পূজা দিতে গেছে মায়ে !

বসন্তে দেশ শেষ, পথে পচাগন্ধ মড়ার,
শিশু রোগী ফেলে ভাইটী ভয়ে পালিয়ে পার !
রোগীরে রাত জেগে খালি
সেবা কর্‌ল পরাণ ঢালি,
তার বসন্ত নিয়ে মিশ্‌লো যে বসন্তের গা'য়,
তার খবর এই বুকটা চিরে পাষাণ করে মা'য় !'

তিনশই তিন লাখ

লাখে লাখে পারসীক !
তাহাদের গতি রোধিয়া দাঁড়া'ল
শুধু তিন শত গ্রীক !—
লাখে লাখে পারসীক !

এ কি বিধাতার কল !
তিন শত বীর দিল যে হটায়ে
অগণ্য অরিদল,
ক্ষুদ্রের এ কি বল !

গ্রীসের বিজয়ী সেনা !
বাজাইয়া তুরি প্রবেশিল পুরী,
নাহি যায় ভাল চেনা,
জীবিত কয়টী সেনা !

আগে কার—কয় সবে—
পূজা দিবে দেশ ?—কে সে জয়দাতা ?—
সেনানী কহিল—'তবে,
পূজারীরই পূজা হবে !'

সারা দেশের হৃদ্‌পিণ্ড

সারা দেশের মহামিলন সভা
রাজধানীর খোলা মাঠে বৈঠক,
ওজন দরে টিকেটী প্রেম বিকায়,
দেশের পাঁচ প্রাণ গণ্ডীর বাইরে আটক !

সাহিত্যিকে রাজনৈতিকে আজ
মিটে যাবে সখের দলাদলি,
সাদার টিংচার বিলিষ্টারে কযে'
মনে প্রাণে ধর্‌বে গলাগলি !

চাপকান আর গাউনের জাতিভেদ
ছাঁটা হবে ফেলে একটা ছাঁচে,
অশ্বযানকে জাতে তুলে মোটর
টান্‌বে একেবারে বুকের কাছে !

সব ধর্ম্মের হবে সমন্বয়,
সব মতের হবে সমাহার,
সভাপতি হাত পা মুখ নেড়ে
করতালি নিচ্ছেন বার বার !

এমন সময় ডিঙ্গিয়ে কাঁটার বেড়া
এল আতুল গায়ে রুক্ষ চুলে
সভ্যদলের ভিড়ে এক অসভ্য
বকটী যেন হংস মধ্যে ভুলে !

জমাট্ সভার রসভঙ্গ করি
সভাপতির কাছে পৌছ্‌ল গিয়ে,
হোম্‌ড়া চোম্‌ড়া প্রতিনিধির দল
বসে যেথায় কেদারা ঠেস্ দিয়ে !

নানাগলায় 'পাগল পাগল' রবে
সভার মাঝে উঠ্‌লো ভারি গোল,
গলাধাক্কায় হল্লার পরিণতি,
রুখে দাঁড়িয়ে বল্লে সেয়ান পাগল !—

'সারা দেশের হৃদ্‌পিণ্ডটী পড়ে'
বেড়ার বাইরে করুক্ ধুক্ ধুক্,
তোমরা গাও সাম্যনীতির জয়
গায়ের জোরে চড়ে যতটুক্ !'

ঐতিহাসিক পঞ্চাঙ্ক নাটক

ভাগ্যচক্র

(মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত)

মূল্যবান এণ্টিক কাগজে সুন্দর ছাপা ; আকার সুবৃহৎ, কিন্তু মূল্য অতি সুলভ ১৲ এক টাকা মাত্র।

নব প্রকাশিত নূতন ঐতিহাসিক পঞ্চাঙ্ক নাটক

হামির বা চিতোর-উদ্ধার

(মিনার্ভায় অভিনীত)

কাগজ ও ছাপা সুন্দর। মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

আক্কেল সেলামী

(প্রহসন)

মূল্য ৷৷০ আট আনা।

এতদ্ব্যতীত উক্ত কবিবরের রচিত ঐতিহাসিক পঞ্চাঙ্ক নাটক

হুমায়ুন

সামাজিক পঞ্চাঙ্ক নাটক

শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

২০১ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট মেসার্স গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের দোকানে ও অন্যান্য প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

উক্ত কবিবরের নিম্নলিখিত কাব্যগ্রন্থগুলি
পৃথক্‌ভাবে বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে—

১। গৌরাঙ্গ (দ্বিতীয় সংস্করণ)

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কর্ত্তৃক ইণ্টারমিডিয়েট পরিক্ষার্থিনী
ছাত্রীদিগের জন্য পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত।
উৎকৃষ্ট কাপড়ে বাঁধাই, মূল্য ১৲ এক টাকা।

২। গীতিকা

ইহাতে গীতি ও গীতিকা উভয় কাব্যের
কবিতা একসঙ্গে আছে। মূল্য ৷৷০ আট আনা মাত্র।

৩। আখ্যায়িকা

এণ্টিক কাগজে ছাপা ও কাপড়ে বাঁধাই, মূল্য আট আনা মাত্র।

৪। পাথেয়

এণ্টিক কাগজে ছাপা এবং কাপড়ে বাঁধাই, মূল্য ৷৷০ আট আনা মাত্র

৫। গৈরিক

এন্টিক কাগজে ছাপা এবং কাপড়ে বাঁধাই, মূল্য ৸৹ বার আনা।

৬। পাষাণ

কাপড়ে বাঁধাই মূল্য ॥৹ আট আনা মাত্র।

৭। চিত্র ও চরিত্র

কাপড়ে বাঁধাই মূল্য ॥৹ আট আনা মাত্র।

৮। পাথার

কাপড়ে বাঁধাই মূল্য ॥৹ আট আনা মাত্র।

৯। গান

স্বরলিপি সহ কাপড়ে বাঁধাই মূল্য ॥৹ আট আনা মাত্র।